বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শিশুদের লালন-পালন

[মাতা-পিতার দায়িত্ব ও সন্তানের করণীয়]

[বাংলা – bengali – البنغالية]

মূল : শাইখ মুহাম্মাদ ইবন জামীল যাইনূ রহ.

অনুবাদ : জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনায় : মো: আবদুল কাদের

1432 -2011

IslamHouse.com

﴿ كيف نربي أولادنا وما هو واجب الآباء والأبناء؟ ﴾

« باللغة البنغالية »

محمد بن جميل زينو

ترجمة: ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: محمد عبد القادر

2011 - 1432

IslamHouse.com

শিশুদের লালন-পালন

অনুবাদকের কথা

শিশুই হল, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুদের বাল্য কালের শিক্ষা-দীক্ষা যদি ভালো হয়, তবে তাদের আগামী দিন ও ভবিষ্যৎ ভালো হবে। তাতে দেশ, জাতি ও সমাজ তাদের দ্বারা হবে লাভবান ও উপকৃত। এ জন্য শিশুদের শিক্ষা, তালীম, তরবিয়ত ও তাদের চরিত্রবান করে ঘড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দেয়া, অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কোন কিছু লিখে জাতির সামনে তুলে ধরার চিন্তা ও স্বপ্ন অনেক দিন থেকেই লালন করছি। কিন্তু যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা ও সময়ের অভাবে তা আর বাস্তবে রূপ দিতে পারি নি। তবে সম্প্রতি আমার প্রাণ-প্রিয় সাইট ইসলাম হাউসে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন জামীল যাইনূ রহ. এর একটি রিসালা এ বিষয়ে পেয়ে আমি আমার চিন্তা ও লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগটি গ্রহণ করি। চিন্তা করলাম এ লিখকের বইটি যদি অনুবাদ করে বাংলা-ভাষাভাষীদের জন্য তুলে ধরা হয়, তাতে তারা উপকৃত হবে এবং আমি নিজে কিছু লেখার চেয়েও এ রিসালাটি অনুবাদ করা অধিক ফলপ্রসূ হবে।
লেখক এ বইটিতে কুরআন ও হাদিসের আলোকে শিশুদের উপদেশ দেয়া, মাতা-পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করা, তাদের খেদমত করা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। শিশুরা কীভাবে ওজু, গোসল, তায়াম্মুম ও সালাত আদায় করবে, তাও তিনি এ রিসালাটিতে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও শিশুরা যখন বড় হতে থাকবে, তখন মাতা- পিতার করণীয় কি এবং মাতা-পিতার প্রতি তাদের দায়িত্ব কি হওয়া উচিত; তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তিনি তুলে ধরেছেন। আশা করি পাঠকগণ রিসালাটি পাঠ করে উপকৃত হবেন। যদি একজন পাঠকও এ রিসালাটি পড়ে উপকৃত হন, তাহলে আমি ধরে নিব আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। যেকোনো কাজ করতে গেলেই ভুল-ভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আমিও স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে নই। যদি কোন সু-হৃদয়বান পাঠকের চোখে কোন ভুল ধরা পড়ে, তা সংশোধন করে দিলে কৃতজ্ঞ হব। আমি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আমার অসুস্থ পিতা আল-হাজ্ব আবুল খায়ের সাহেবের জন্য উৎসর্গ করছি; যার অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা ও সঠিক পথে লালন-পালন করার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমি ধন্য। পাঠকদের নিকট বিনীত প্রার্থনা হল, আপনারা আমার অসুস্থ আব্বার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তাকে শিফা দান করুন। আমীন!
অবশেষে আপনাদের নিকট আমার আখেরি ফরিয়াদ হল, এ রিসালাটি আমি ইলেকট্রিক মিডিয়াতেই দিচ্ছি; তাতে শুধু ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠ করা যাবে। সাথে সাথে যদি প্রিন্ট করে বিতরণ করা যেত, তবে অসংখ্য বাংলা-ভাষী, যারা এখনো পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়, তারাও উপকৃত হত। যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ও আহলে-খাইর এ অবশিষ্ট কাজটি সম্পাদন করেন,

মাতাপিতার দায়িত্ব সন্তানের করণীয়

তাহলে তিনি অধিক কল্যাণ ও সাওয়াবের অধিকারী হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে জাযায়ে খাইর দিন। আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . أما بعد :

শিশুদের লালন -পালন বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ের উপর জানা বা জ্ঞান থাকার সাথে মাতা -পিতা ও সন্তান উভয়ের কল্যাণ জড়িত। শুধু তাই নয়, একটি সমাজের উন্নতি ও জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের শিক্ষা ও লালন পালনের উপর নির্ভর করে। শিশুরাই হল, জাতির কর্ণধার ও ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ কারণেই ইসলাম ও মনীষীগণ বিশেষ করে সমস্ত -মনীষীদের -সরদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাকে মহান আল্লাহ তা 'আলা পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়ের জন্য শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, তিনি শিশুদের শিক্ষা -দীক্ষা ও সঠিকভাবে লালন -পালন করার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

এ কারণেই আমরা কুরআনে করীমে দেখতে পাই যে, মহান আল্লাহ তা 'আলা শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে সন্তানের প্রতি মাতা -পিতার দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, লোকমান হাকিমের ঘটনা; এ ঘটনাতে তিনি তার ছেলেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন, যা কুরআন সবিস্তারে আলোচনা করেছে। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্যকাল থেকেই তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অন্তরে তাওহীদের বীজ বপন করে জাতিকে জানিয়ে দেন যে, বাল্যকাল থেকেই একজন সন্তানকে তাওহীদের শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের এ বইয়ে একজন পাঠক অবশ্যই জানতে পারবে, সন্তানের প্রতি মাতা -পিতার কর্তব্য কি আবার মাতা -পিতার প্রতি সন্তানের দায় -দায়িত্ব কি? মহান আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন এ বইটি দ্বারা পাঠকদের উপকৃত করেন এবং বইটিকে যেন একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ বানিয়ে দেন।

মুহাম্মাদ ইবন জামীল যাইনূ

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible],

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ﴾

[illegible], "[illegible]…"

[illegible]

[illegible]: [illegible],

﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

[illegible], "[illegible]"

[illegible], "[illegible]" الـدعاء هو العبـادة [illegible]

[illegible], ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا۟ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ [illegible] "[illegible]" [illegible]? [illegible],

} ليس ذلك ، إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه :يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

[illegible]

}يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

[illegible]

[illegible]

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ .

[illegible] [illegible:]

[illegible]

[illegible]: [illegible]

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

[illegible] [illegible:]

[illegible]

[illegible]

« لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف »

“[illegible]”

[illegible]: [illegible]

﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ .

[illegible], “[illegible]” [[illegible]]

[illegible]

[illegible]: [illegible] ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [illegible], “[illegible]”, [illegible]

[illegible]:

﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

[illegible]

[illegible]: [illegible], وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ [illegible]

«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم».

[illegible]

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

[illegible]

[illegible]:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

[illegible]

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة .

[illegible]

[illegible]:

وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً

[illegible]

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক , অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"
অর্থাৎ যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের উপর বড়াই করে, মহান আল্লাহ তা 'আলা তাদের পছন্দ করে না।

দশম উপদেশ: নমনীয় হয়ে হাটা চলা করা। মহান আল্লাহ তা 'আলা কুরআনে করীমে বলেন : ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ "আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।" তুমি তোমার চলাচলে স্বাভাবিক চলাচল কর। খুব দ্রুত হাঁটবে না আবার একেবারে মন্থর গতিতেও না। মধ্যম পন্থায় চলাচল করবে। তোমার চলাচলে যেন কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয়।

একাদশ উপদেশ: নরম সূরে কথা বলা। লোকমান হাকীম তার ছেলেকে নরম সূরে কথা বলতে আদেশ দেন। মহান আল্লাহ তা 'আলা বলেন, ﴿وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ﴾ "তোমার আওয়াজ নিচু কর।" আর কথায় কোন তুমি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না। মহান আল্লাহ তা 'আলা বলেন,
﴿إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾
"নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল , গাধার আওয়াজ।"
আল্লামা মুজাহিদ বলেন , 'সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল , গাধার আওয়াজ। অর্থাৎ , মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে , তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের সাদৃশ্য হয়। আর এ ধরনের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা 'আলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা প্রমাণ করে যে , বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা হারাম। কারণ , মহান আল্লাহ তা 'আলা এর জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে —

ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,
«ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
"আমাদের জন্য কোন খারাপ ও নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হতে পারে না। কোন কিছু দান করে ফিরিয়ে নেয়া কুকুরের মত , যে কুকুর বমি করে তা আবার মুখে নিয়ে খায়।"

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ,
«إذا سمعتم أصوات الديكة ، فسلوا الله من فضله ، فإنها رأت ملكاً ، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان ، فإنها رأت شيطاناً» .
"মোরগের আওয়াজ শোনে তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ কামনা কর , কারণ, সে নিশ্চয় কোন ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার আওয়াজ শোনে তোমরা শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ , সে অবশ্যই একজন শয়তান দেখেছে।"

দেখুন : তাফসীর ইবন কাসীর , খ. ৩ পৃ . ৪৪৬

[illegible]:-

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]: «لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» [illegible]: "[illegible]"
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible],

«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان»

10

মাতাপিতার দায়িত্ব সন্তানের করণীয়

অর্থ: “তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তখন সে তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তার মুখ দ্বারা। আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এ হল, ঈমানের সর্বনিম্নস্তর।”
9. মনে রাখতে হবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণকারীকে অবশ্যই-অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্যের কোন বিকল্প নাই। ধৈর্য ধারণ করা হল, একটি মহৎ কাজ। আল্লাহ তা‘আলা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।
10. হাটা চলায় গর্ব ও অহংকার পরিহার করা। কারণ, অহংকার
করা সম্পূর্ণ হারাম। যারা অহংকার ও বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।
11. হাটার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাটতে হবে। খুব
দ্রুত হাঁটবে না এবং একেবারে ধীর গতিতেও হাঁটবে না।
12. প্রয়োজনের চেয়ে অধিক উচ্চ আওয়াজে কথা বলা হতে বিরত
থাকবে। কারণ, অধিক উচ্চ আওয়াজ বা চিৎকার করা হল গাধার স্বভাব। আর দুনিয়াতে গাধার আওয়াজ হল, সর্ব নিকৃষ্ট আওয়াজ।

শিশুদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা . হতে বর্ণিত , তিনি বলেন , আমি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম , তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, “হে বৎস ! আমি কি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব ?” এ বলে রাসূল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে কিছু উপদেশ দেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হল :

প্রথম উপদেশ :

احفظ الله يحفظك “তুমি আল্লাহর হেফাজত কর আল্লাহ তোমার হেফাজত করবে” : অর্থাৎ , তুমি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চল এবং যে সব কাজ হতে আল্লাহ তোমাকে নিষেধ করেছে , সে সব কাজ হতে বিরত থাক। আল্লাহ তা ‘আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা বিধান করবে।

দ্বিতীয় উপদেশ :

احفظ الله تجـده تجاهك (أمامك) “তুমি আল্লাহকে হেফাজত কর , তখন তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখেই পাবে। ” অর্থাৎ , তুমি আল্লাহ তা ‘আলার বিধানের সংরক্ষণ ও আল্লাহর হক রক্ষা কর ; তবে তুমি আল্লাহকে এমন পাবে যে , তিনি তোমাকে ভাল কাজের তাওফিক দেবে এবং তোমাকে তোমার যাবতীয় কর্মে সাহায্য করবে।

তৃতীয় উপদেশ :

إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله “যখন তুমি কোন কিছু চাইবে , আল্লাহর নিকট চাইবে। যখন কোনো সাহায্য চাইবে , কাছেই চাইবে। ” অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কোন বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হলে , তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। বিশেষ করে , যে কাজ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সমাধান করতে পারে না , তা আল্লাহর নিকটই চাইবে ; কোন মাখলুকের নিকট চাইবে না। যেমন , সুস্থতা , রিযক, হায়াত , মওত ইত্যাদি। এগুলি এমন কাজ, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সমাধান করতে পারে না।

চতুর্থ উপদেশ :

وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعـوك بشـيء لم ينفعـوك إلا بشـيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضـروك إلا بشـيء قد كتبه الله عليك

“একটি কথা মনে রাখবে , যদি সমস্ত উম্মত একত্র হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায় , আল্লাহ তা ‘আলা তোমার জন্য যতটুকু উপকার লিপিবদ্ধ করেছে , তার বাইরে বিন্দু পরিমাণ উপকারও তোমার কেউ করতে পারবে না , যদি আল্লাহ তোমার উপকার না চায়। আর সমস্ত উম্মত একত্র হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় , আল্লাহ তা ‘আলা তোমার জন্য যতটুকু ক্ষতি লিপিবদ্ধ করেছে , তার বাইরে বিন্দু পরিমাণ ক্ষতিও তোমার কেউ করতে পারবে না , যদি আল্লাহ তোমার ক্ষতি না চায়। ” অর্থাৎ , আল্লাহ তা ‘আলা

মানুষের জন্য ভালো ও মন্দের যে , ভাগ্য নির্ধারণ করেছে , তার বাইরে কোন কিছুই বাস্তবায়িত হবে না। এ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।

পঞ্চম উপদেশ :

رفعت الأقلام وجفت الصحف “কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ও কাগজ শুকিয়ে গেছে। ” তাই আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করতে হবে। তাওয়াককুল করার অর্থ হল, উপকরণ অবলম্বন করে তাওয়াককুল /ভরসা করা। কারণ , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীর মালিককে বলেন , তুমি আগে উষ্ট্রীকে বেঁধে রাখ এবং আল্লাহর উপর তাওয়াককুল কর।

ষষ্ঠ উপদেশ :

تعـرف إلى الله في الرخـاء يعرفك في الشـدة “সচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর , বিপদে তোমাকে আল্লাহ স্মরণ করবে। ” অর্থাৎ , সচ্ছল অবস্থায় তুমি আল্লাহর হক ও মানুষের হক্ব আদায় কর, বিপদে আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবে।

সপ্তম উপদেশ :

وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك
“মনে রেখো — যা তুমি পেলে না , তা তোমার পাবার ছিল না ; আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। ” অর্থাৎ , আল্লাহ তোমাকে কোন কিছু দান না করলে , তা কখনোই তুমি লাভ করতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ তা ‘আলা তোমাকে কোন কিছু দান করে , তা বাধা দেয়ার কেউ নাই।

অষ্টম উপদেশ :

واعلم أن النصر مع الصبر “আর জেনে রাখ , বিজয় ধৈর্যের সাথে। ” অর্থাৎ , শত্রু ও নফসের বিপক্ষে সাহায্য বা বিজয় লাভ ধৈর্য ধারণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং , আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

নবম উপদেশ:

وأن الفرج مع الكرب “বিপদের সাথেই মুক্তি আসে। ” মুমিন বান্দা যেসব বিপদের সম্মুখীন হয় , তারপরই মুক্তি আসে।

দশম উপদেশ:

وأن مع العسر يسرا “কষ্টের সাথেই সুখ। ” এক মুসলিম যে কষ্টের মুখোমুখি হয় , তা কখনোই স্থায়ী হয় না। কারণ , তারপর অবশ্যই আরাম বা সুখ আসে এবং আসবেই।

হাদিসের নির্যাস :

1. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের ভালোবাসতেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা . কে নিজের পিছনে বসান এবং আদর করে তিনি তাকে হে বৎস বলে আহ্বান করেন, যাতে সে সতর্ক হয় এবং রাসুলের কথার প্রতি মনোযোগী হয়।
2. শিশুদের তিনি আল্লাহর আনুগত্য করা ও তার নাফরমানি হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিতেন , যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।
3. যখন কোন বান্দা সচ্ছলতা , সুস্থতা ও ধনী অবস্থায় আল্লাহ ও তার বান্দাদের অধিকার আদায় করে , আল্লাহ তা 'আলা বিপদে তাকে মুক্তি দেবে এবং সাহায্য করবে।
4. আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাওয়া ও সাহায্য প্রার্থনার তালীম দেয়ার মাধ্যমে শিশুদের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেয়া , মাতা -পিতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ছোট বেলা থেকেই শিশুদের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দিতে হবে , যাতে বড় হলে তার পথভ্রষ্ট না হয়।
5. ঈমানের রোকনসমূহ হতে একটি রোকন হল , ভাল ও মন্দের তকদীরের উপর বিশ্বাস করা। বিষয়টি শিশুদের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে।
6. শিশুদের ইতিবাচক মনোভাবের উপর গড়ে তুলতে হবে , যাতে তারা আশা , আকাঙ্ক্ষা ও সাহসিকতার সাথে তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ রচনা করে এবং তাদের জাতির জন্য কর্ণধার ও ত্রাণকর্তা হিসেবে আর্বিভাব হতে পারে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«وأعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا» .

"আর জেনে রাখ: ধৈর্যের সাথেই বিজয় , বিপদের সাথেই মুক্তি , কষ্টের সাথেই সুখ। "

মাতাপিতার দায়িত্ব সন্তানের করণীয়

ইসলামের রোকনসমূহ

জীবনের শুরুতেই শিশুদের ঈমান ও ইসলামের রোকনসমূহ তালীম দিতে হবে, যাতে তারা বড় হয়ে, তা হতে দূরে সরে না যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি:
এক. “এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক ইলাহ নাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।” অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নাই আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মুহাম্মদ এর আনুগত্য করা ওয়াজিব।

1

দুই. “সালাত কায়েম করা”: সালাতের আরকান ও ওয়াজিবসমূহ সহ খুশুর সাথে সালাত আদায় করা।
তিন. “যাকাত প্রদান করা”: যদি কোন মুসলিম তার মৌলিক প্রয়োজনের বাইরে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা তার সমপরিমাণ অর্থের মালিক হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে যখন তার এ সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়; তখন তাকে শতকরা ২.৫ টাকা যাকাত দিতে হবে। এ-ছাড়াও আরও অনেক সম্পদ আছে যেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। সে সব সম্পদের যাকাত শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদান করতে হয়।
চার. “বায়তুল্লাহর হজ করা”: হজ তার উপর ফরয হবে, যে হজ করার সামর্থ্য রাখে।
পাঁচ. “রমযানের রোজা রাখা:” রোজা বলতে আমরা বুঝি, নিয়ত সহকারে ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা ও রোজার পরিপন্থী সবধরনের কাজ হতে বিরত থাকা।

1 ক. ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই’ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো: আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করা, অন্য কাউকে না ডাকা; তাঁকে তার কেবল শরী‘আতের মাধ্যমেই ইবাদত করা; আর শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ হতে নির্গত শরী‘আত অনুযায়ীই বিচার-ফয়সালা করা।
খ. ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল’ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো: যে আদেশ তিনি দিয়েছেন তা আনুগত্য করা; যে সংবাদ তিনি এনেছেন তা বিশ্বাস করা; আর যা থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেছেন ও সাবধান করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা। কেননা, তার আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য।

শিশুদের লালন-পালন

ঈমানের রোকনসমূহ

১. “আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা”: আল্লাহর অস্তিত্ব এবং ইবাদতে ও সিফাতসমূহে তাঁর একত্ব সম্পর্কে প্রগাঢ় বিশ্বাস করা।
২. “আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা”: ফেরেশতা হল, আল্লাহরই মাখলুক; যারা আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে এবং তিনি যা করতে বলেন, তাই করে; তার কোন প্রকার এদিক সেদিক করে না এবং করার ক্ষমতা রাখে না।
৩. “আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা”: আল্লাহর নাযিল-কৃত আসমানি কিতাব তাওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও সর্বোত্তম কিতাব কুরআনের প্রতি ঈমান আনা।
৪. “আল্লাহর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা”: সর্ব প্রথম রাসূল হলেন নূহ আ. আর সর্বশেষ রাসূল হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৫. “আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা”: এর অর্থ হল, হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস করা। মানুষের যাবতীয় কর্মের উপর অবশ্যই হিসাব নেয়া হবে এবং তার কর্মের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে, যদি তার কর্ম ভালো হয়, তবে ভালো প্রতিদান আর যদি খারাপ হয়, তবে খারাপ প্রতিদান।
৬. “তাকদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান রাখা”: ভালো ও মন্দের তকদীরের উপর রাজি-খুশি থাকা। কারণ, এটা আল্লাহরই নির্ধারণ। (তবে শুধু এর উপর নির্ভর না করে থেকে বৈধ উপায়- উপকরণ গ্রহণ করতে হবে।)
[মূল হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আল্লাহ তা ‘আলা আরশের উপর

কুরআনের আয়াত, বিশুদ্ধ হাদিস , সত্যিকার জ্ঞান ও সঠিক স্বভাব প্রমাণ করে যে , আল্লাহ তা ‘আলা আরশের উপরই আছেন। একজন মুসলিমের আক্বীদা বা বিশ্বাস এটিই হতে হবে। নিম্নে এর সপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হল।

১. আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, ﴿الـرَّحْمَنُ عَلَى الْعَـرْشِ اسْـتَوَى﴾ অর্থাৎ “আল্লাহ আরশের উপর উঠেছেন। ” [সূরা ত্বাহা] استوى এর অর্থ উপরে উঠা এবং উন্নীত হওয়া। যেমনটি বুখারির বর্ণনায় তাবেয়ীদের থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

২. বিদায় হজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন যে ভাষণ দেন , তাতে তিনি বলেন , “আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে আমার উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের নিকট পৌছাইনি ?” উপস্থিত সবাই সমস্বরে বললে, হ্যাঁ। তারপর তিনি তার আঙ্গুলকে [illegible] এবং সমবেত লোকদের দিকে ঝুঁকিয়ে তাদের সম্বোধন করে বললেন , “হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক , হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক। ” [মুসলিম]

৩. সালাতে মুসল্লিরা বলেন , سبحان ربي الأعلى “আমার সুউচ্চ রব কতই না পবিত্র !” অনুরূপভাবে দো ‘আর সময় মানুষ আসমানের দিকেই হাত উঠায়। [এতেও এ কথা স্পষ্ট হয় যে , মহান আল্লাহ তা ‘আলা উপরেই আছেন।]

৪. শিশুদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় , আল্লাহ কোথায় ? তখন সে স্বভাবতই বলে , আল্লাহ আসমানে অথবা ইশারা করে আসমানের দিকে দেখায়।

৫. মহান আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, {وَهُـوَ اللّـهُ فِي السَّـمَاوَاتِ} “ আর আল্লাহ , তিনি -তো আসমানসমূহে। ” [সূরা আল -আন‘আম] আল্লামা ইবনে কাসীর রহ . এ আয়াতের তাফসীরে বলেন , তাফসীরবিদগণ এ বিষয়ে ঐকমত পোষণ করেন যে, পথভ্রষ্ট দল জাহমিয়ারা যে কথা বলে, আমরা তা বলবো না। তারা বলে ‘আল্লাহ তা ‘আলা সর্বত্র বিরাজমান ’, অথচ মহান আল্লাহ তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর في السموات বা আল্লাহ আসমানে এ কথার অর্থ হল على السموات- আল্লাহর আসমানের উপর। তবে মহান আল্লাহ তা ‘আলা আমাদের দেখেন , আমাদের কথা শোনেন , যদিও তিনি আরশের উপর অবস্থান করছেন।

অসাধারণ উপদেশমূলক কাহিনী

এ বিষয়ে হাদিসে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে :—
عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : « وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل «أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم ، فإذا بالذئب قد ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بني آدم ، آسف كما يأسفون ، لكني صككتها صكة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليّ ، قلت يا رسول الله ، أفلا أعتقها ؟ قال : أئتني بها ، فقال لها : أين الله ؟ قالت في السماء ، قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة » .
অর্থ , মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আস -সুলামী রা . হতে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমার একজন বাঁদী ছিল , সে ওহুদ পাহাড়ের প্রান্তে আমার ছাগল চড়াত। একদিন সে বাড়িতে আসলে , তখন একটি নেকড়ে বাঘে এসে আমার একটি ছাগল ধরে নিয়ে যায়। আর আমি যেহেতু একজন আদম সন্তান — মানুষ , এতে স্বভাবতই অন্যান্য মানুষের মত আমিও খুব কষ্ট পেলাম। ফলে আমি বাঁদীটিকে সজোরে একটি প্রহার করলাম। পরবর্তীতে বিষয়টি আমাকে ব্যথিত করলে , আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এসে বললাম , হে আল্লাহর রাসূল ! আমি কি তাকে আজাদ করে দেব ? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন , তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। তারপর আমি তাকে নিয়ে এলে , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করল , "আল্লাহ কোথায় ?" উত্তরে সে বলল , "আল্লাহ আসমানে।" তারপর জিজ্ঞাসা করল , "আমি কে?" সে বলল, "আপনি আল্লাহর রাসূল।" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল , "তুমি তাকে আজাদ করে দাও , কারণ সে মুমিন।" [মুসলিম ও আবু দাউদ] ('আসমানে' অর্থ হলো 'আসমানের উপরে')।

[illegible]:

1. [illegible]
2. [illegible], [illegible] ‘[illegible],

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ .

“[illegible]” [[illegible]-[illegible]: [illegible]]

3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible] ‘[illegible]
6. ‘[illegible]?’ [illegible]? [illegible]

[illegible] ‘[illegible]! [illegible] ‘[illegible] ‘[illegible],

﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ .

“[illegible]”

[illegible] في السماء [illegible] على السماء - [illegible]

[illegible]. [illegible]

[illegible]. [illegible]

[illegible]. [illegible] ‘[illegible]’ [illegible]

[illegible]. [illegible]

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَـاء اللّـهُ وَلَـوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْـتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْـرِ وَمَا مَسَّـنِيَ السُّـوءُ إِنْ أَنَـاْ إِلاَّ نَـذِيرٌ وَبَشِـيرٌ لِّقَـوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ .

“[illegible]! [illegible]”

[illegible]-[illegible] [illegible]:

[illegible]. [illegible],

« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مســؤول عن رعيته ، والمــرأة في بيت زوجها راعية ، وهي مســؤولة عن رعيتها ، والخــادم في مــال ســيده راع وهو مسؤول عن رعيته »

[illegible], "[illegible]! [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible]! [illegible]" [[illegible], [illegible]]

[illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]! [illegible]? [illegible],

« أن تجعل لله نــداً وهو خلقك ، قلت : ثم أي ؟ قــال : أن تقتل ولــدك خشية أن يطعم معك ، قلت : ثم أي ، قال : أن تزني بحليلة جارك» .

"[illegible], [illegible]" [illegible], [illegible]? [illegible], "[illegible]" [illegible], [illegible]? [illegible], "[illegible]" [[illegible], [illegible]]

[illegible]. [illegible], اتقـوا الله وأعـدلوا في أولادكم "[illegible]" [[illegible], [illegible]] [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible]

[illegible]. [illegible],

« كل مولود يولد على الفطرة ، فأبوه يهودانه ، أو ينصـرانه ، أو يمجسـانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة ، هل ترى فيها جدعاً» .

"[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible]

একটি জন্তু জন্ম দেয়, কিন্তু তার মধ্যে কোনটিকেই তুমি কান কাটা দেখতে পাবে না।” [বুখারী]

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,,

« من الكبـــائر أن يشـــتم الرجل والديه ، يسب أبا الرجل فيسب أبـــاه ، ويسب أمه فيسب أمه » .

“কবিরা গুনাহের একটি বড় ধরনের কবিরা গুনাহ হল, কোন লোক তার মাতা -পিতাকে গালি দেওয়া। যেমন, সে কোন লোকের পিতাকে গালি দিল, তখন লোকটিও তার পিতাকে গালি দিল অথবা সে অন্যের মাকে গালি দিল এবং সে লোকও তার মাকে গালি দিল।” [বুখারী, মুসলিম]

৬. এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করে বলল,

« يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قـال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال ثم من ؟ قـال : أبـوك » .

হে আল্লাহর রাসূল! আমি সর্বোত্তম ব্যবহার কার সাথে করব? তিনি বললেন, “তোমার মায়ের সাথে।” সে বলল, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, “তোমার মায়ের সাথে।” তারপর লোকটি বলল, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, “তোমার মায়ের সাথে।” সে বলল, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, “তোমার পিতার সাথে।” [বুখারী, মুসলিম]

[illegible]

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

[illegible] ، كلكم راع وكلكم مسـئول عن رعيته . [illegible]

[illegible]

فوالله لان يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم

[illegible]

« إذا مات الإنسـان انقطع عمله إلا من ثلاث : صـدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له» .

[illegible]

[illegible]

অভিভাবক ও শিক্ষকদের কর্তব্য :

১. শিশুদের لا إله إلا الله ، محمد رسول الله দ্বারা কথা শিখানো। আর শিশুরা যখন বড় হবে তখন তাদের এ কালিমার অর্থ শেখাবে। কালিমার অর্থ হল, "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নাই, তার কোন শরিক নাই। "
২. শিশুর অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহর প্রতি ঈমানের বীজ জীবনের শুরুতেই বপন করে দিতে হবে। কারণ, আল্লাহই আমাদের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও আমাদের সাহায্যকারী; তিনি একক তার কোন শরীক নাই।
৩. শিশুদের এ কথা শিখানো যে, তারা যেন সব সময় সবকিছু আল্লাহর নিকটই চায় এবং সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আল্লাহর নিকটই চায়। কারণ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলেন,
« إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله» .
"যখন কোন কিছু চাইবে তখন তুমি আল্লাহর নিকট চাইবে, আর যখন কোন সাহায্য চাইবে তখনও আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। " [তিরমিযী]

নিষিদ্ধ কাজ হতে শিশুদের দূরে রাখা :-

১. শিশুদের কুফর, শিরক, গালি দেয়া, অভিশাপ দেয়া ও অনৈতিক কথা-বার্তা বলা হতে বিরত রাখা। তাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে, কুফর হল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ, তা মানুষকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় এবং জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়। আর আমাদের উপর কর্তব্য হল, আমরা তাদের সামনে আমাদের জবানকে হেফাজত করব, তাদের সামনে কখনোই বাজে কথা বলব না, যাতে আমরা তাদের জন্য অনুকরণীয় ও আদর্শ হতে পারি।
২. আল্লাহর সাথে শিরক করা হতে বিরত থাকতে হবে। যেমন, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা, তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ও আরোগ্য লাভের জন্য তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া। অথচ, তারা মহান আল্লাহরই বান্দা, কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,
﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾
অর্থ, "আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বস্তুকে ডেকো না; যা তোমার উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না। তারপরও যদি তুমি তাই কর, তখন অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভক্ত হবে। "
৩. তাস, জুয়া, লটারি, বাজি ইত্যাদি হতে শিশুদের দূরে রাখতে হবে, কখনোই তাদের সামনে এগুলো পেশ করা যাবে না, যদিও এগুলো দিয়ে তাদের সান্ত্বনা বা খুশি করার জন্য হয়। কারণ, তা মানুষকে জুয়ার দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে

রেষারেষি ও দুশমনি সৃষ্টি করে। এগুলো শিশুদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এগুলোর কারণে তাদের সময় নষ্ট, মালামাল অপচয়, পড়ালেখার ক্ষতি ও তাদের সালাত নষ্ট করার কারণ হয়। অনেক সময় এসবের মধ্যে মগ্ন হওয়ার কারণে অন্য দিকে আর মনোযোগ দিতে পারে না।

৪. তাদের অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, উলঙ্গ ছবি সম্বলিত ম্যাগাজিন, মিথ্যা বানোয়াট গোয়েন্দা উপন্যাস বা গল্পের বই পড়া হতে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে। অশ্লীল সিনেমা, টেলিভিশন ও সিডি, বি-সিডি যাতে না দেখে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, এ গুলো সবই তাদের আখলাক-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার জন্য হুমকি ও ভবিষ্যতের অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৫. শিশুদের ধুমপান হতে দূরে রাখতে হবে। আর তাদের এ কথা বুঝাতে হবে, সমস্ত ডাক্তাররা এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করে যে, ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, ধুমপানে ক্যানসার হয়, রক্তকে দূষিত করে, দাঁত নষ্ট করে, দুর্গন্ধ ছড়ায় ও ধুমপান মানুষের হার্ডের জন্য ক্ষতিকর। ধুমপান মানব দেহের কোন উপকারে আসে না। সুতরাং, ধুমপানের বেচা-কেনা ও পান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শিশুদের ধুমপানের বিকল্প হিসেবে ফল-মূল ইত্যাদি খেতে উপদেশ দেবেন।

৬. সত্য কথা বলা ও সত্য পথে চলার জন্য তাদের অভ্যস্ত করবেন। আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে হলেও তাদের সামনে মিথ্যা কথা বলবো না। আর আমরা যখন তাদের কোন ওয়াদা দেবো তা পূরণ করবো। হাদিসে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,,

« آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان» .

অর্থ, "মুনাফেকের আলামত তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, আর যখন ওয়াদা করে খেলাফ করে, আর যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন সে তার খেয়ানত করে।" [বুখারী, মুসলিম]

৭. আমরা আমাদের শিশুদের হারাম খাদ্য হতে খাওয়াবো না। যেমন, সুদ, ঘুষ ও চুরি ডাকাতি ইত্যাদির পয়সা দ্বারা তাদের বড় করবো না। কাউকে ধোঁকা দিয়ে উপার্জিত সম্পদ হতে তাদের কিছু কিনে দেবো না। কারণ, এ সব হল, সন্তান অবাধ্য, অসভ্য ও বেআদব হওয়ার কারণ।

৮. শিশুদের আদর যত্ন ও স্নেহ মমতা দিয়ে লালন-পালন করবে। তাদের সাথে কখনো কোন প্রকার খারাপ ব্যবহার করা উচিত না। তাদের ধ্বংসের জন্য অভিশাপ দেয়া হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। কারণ, ভালো দোয়া ও খারাপ দোয়া সবই গ্রহণ করা হতে পারে। এতে কোন কোন সময় তাদের গোমরাহি আরও বৃদ্ধি পায়। তবে উত্তম হল, আমরা শিশুদের বলব, মহান আল্লাহ তোমার সংশোধন করুক।

সালাত কীভাবে আদায় করতে হয় তা শিক্ষা দেয়া :-

১. শিশু ছেলে -মেয়েদের ছোট বেলাতেই সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়— তা শিক্ষা দেবেন, যাতে বড় হলে সালাত আদায় করতে অভ্যস্ত হয়। যেমন, বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشـرا ، وفرقوا بينهم في المضاجع» .

"তোমরা তোমাদের শিশুদের সাত বছর বয়সে সালাতের তালীম দাও। আর যখন দশ বছর হয়, তখন তোমরা তাদের সালাত আদায় না করার কারণে প্রহার কর। আর তোমরা তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।" [আল-জামে' আস-সহীহ] তাদের ওজু করে দেখাবে, তাদের সামনে সালাত আদায় করে, তাদের দেখাবে। তাদের নিয়ে মসজিদে যাবে। যে বই পুস্তকে সালাতের নিয়মাবলী আছে, তা তাদের পড়তে দেবে, যাতে তাদের উসিলায় পরিবারের সবাই শিখতে পারে। তাদের সালাত আদায়ের নিয়ম শিখানো, মাতা -পিতা ও অভিভাবকের নৈতিক দায়িত্ব। তারা যদি দায়িত্ব পালনে অলসতা করে, মহান আল্লাহ তাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে।

২. শিশুদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে সূরা ফাতেহা শিক্ষা দিবেন। তারপর ছোট ছোট সূরা গুলো শিক্ষা দিবেন। সালাতে পড়ার জন্য আত্ -তাহিয়্যাতু শেখাতে হবে। আর যদি মাতা -পিতা সময় না পায়, তবে তাদের জন্য বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা, কুরআন হিফয করা ও হাদিস মুখস্থ করা ইত্যাদির জন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করবে, যিনি তাদের বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ও সালাতের তালীম দেবে।

৩. শিশুদের জুমার সালাতে উপস্থিত হতে অনুমতি দেবেন, মসজিদের সালাতের জামাতে উপস্থিত হতে উৎসাহ প্রদান করবেন। তারা মসজিদের গিয়ে বড়দের পিছনে দাঁড়াবে। তারা যদি কোন ভুল করে, তবে তাদের খুব যত্ন সহকারে বুঝিয়ে বলবেন। তাদের কোন প্রকার ধমক দেবে না এবং তাদের সাথে চেঁচামেচি করবেন না। কারণ, যদি এ কারণে সালাত ছেড়ে দেয়, মসজিদে আসা বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমরা গুনাহগার হবো।

৫. ছোট শিশুরা যখন সাত বছর হবে, তখন তাদের রোজা রাখার জন্য তালিম দেবেন, যাতে বড় হলে তাদের রোজা রাখতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

পর্দা করার জন্য উৎসাহ দেয়া :

১. ছোট ছেলে মেয়েদের ছোট বেলা থেকেই পর্দা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করবে, যাতে তারা বড় হলে পর্দাকে অপরিহার্য মনে করে। তাদের কখনোই ছোট বা পাতলা কাপড় পরিধান করাবে না এবং মেয়েদের পুরুষদের মত এক কাপড় পরিধান করাবে না। কারণ, এ হল কাফের -বেদ্বীনদের স্বভাব, এতে যুব সমাজ ফিতনার মুখোমুখি হয় এবং এ ধরনের পোশাক পরিধান করা তাদের চারিত্রিক অধঃ:পতনের কারণ হয়। আমাদের কর্তব্য হল, আমরা

[illegible]

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ،

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ .

[illegible], “[illegible]” [[illegible]: 32-33]

[illegible]

« من تشبه بقوم فهو منهم » .

“[illegible]” [illegible]

[illegible]:

[illegible]

জন্য তাকে তার জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষা দেবে। যে কোন কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে বলবে, আর শেষে 'আলহামদু-লিল্লাহ' বলতে তালীম দেবে।

২. শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। তাদের হাত পায়ের নখগুলো কেটে দিতে হবে। মিসওয়াক করার ব্যাপারে তাদের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়ার নিয়ম শিখিয়ে দিবে। পাক-পবিত্রতা কীভাবে অর্জন করতে হয়, তা শিখাতে হবে। পেশাব পায়খানার পর টিলা কুলুখ বা টিসু পেপার ব্যবহারের পদ্ধতি শেখাবে। তারা যাতে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ নাপাক করে না ফেলে, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

৩. যদি তাদের থেকে কোন ভুল প্রকাশ পায়, তাহলে আমরা গোপনে তাদের উপদেশ দেবো, মানুষের সামনে কোন প্রকার লজ্জা দেবো না। তারপরও যদি তারা তাদের অন্যায়ের উপর অটল থাকে, তাহলে তার সাথে তিন দিন পর্যন্ত কথা-বার্তা বলা ছেড়ে দেবো, তিন দিনের বেশি নয়।

৪. আযানের সময় শিশুদের চুপ থাকতে বলব এবং তাদেরকে মুয়াজ্জিনের সাথে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিবে। আযান শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাত আদায় করবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট ওসিলা কামনা করবে।

« اللهم رب هــذه الــدعوة التامة ، والصــلاة القائمة ، آت محمد الوســيلة والفضيلة ، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» .

অর্থ, "হে আল্লাহ! তুমিই এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত সালাতের প্রকৃত মালিক। তুমি দাও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত স্থান ও মহা মর্যাদা। আর তাকে তুমি পৌঁছে দাও প্রশংসিত স্থান যার ওয়াদা তুমি তাকে দিয়েছ।"

৫. প্রতিটি শিশুর জন্য বিছানা আলাদা করে দিতে যথা সম্ভব চেষ্টা করবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, কমপক্ষে প্রত্যেকের জন্য আলাদা খাতা কম্বল ও লেপের ব্যবস্থা করতে। আর উত্তম হল, মেয়েদের জন্য একটি কামরা আর ছেলেদের জন্য একটি কামরা নির্ধারণ করে দেয়া, যাতে তাদের চরিত্র ভালো ও কলঙ্কমুক্ত থাকে।

৬. তারা যাতে ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে, সে জন্য তাদের বোঝাতে হবে। আর রাস্তা থেকে যে কোন ধরনের কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে রাখার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

৭. খারাপ ছেলেদের সাথে যাতে না মিশে, এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

৮. শিশুদের সালাম দেয়ার বিষয়ে তালীম দিতে হবে। ঘরে প্রবেশের সময় , রাস্তায় চলাচলের সময় , মানুষের সাথে দেখা হলে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বলে সালাম দেবে।
৯. প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার প্রতি তাদের উপদেশ দেবে এবং তাদের যাতে কোন প্রকার কষ্ট না দেয় তার জন্য বিশেষ সতর্ক করবে।
১০.শিশুদের মেহমানের মেহমানদারি করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মেহমানের সম্মান প্রদর্শন , মেহমানের জন্য মেহমানদারি পেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

জিহাদ ও সাহসিকতা :

১. পরিবারের লোকদের মিলিয়ে একটি মজলিশের আয়োজন করবে। তাতে পরিবারের সদস্যদের ও ছাত্রদের নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের জীবনী পড়ে শোনাবে। যাতে তারা জানতে পারে যে , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন একজন সত্যিকার সাহসী নেতা আর তার সাহাবী আবু বকর রা ., ওমর রা ., ওসমান রা ., আলী রা . ও মুয়াবিয়া রা . -সহ আরও অন্যান্য সাহাবীর ইসলামী দুনিয়াকে মুসলিমদের জন্য বিজয়ী করেন। আর তারাই ছিল আমাদের হেদায়েত ও মুক্তিলাভের অন্যতম কারণ। তারা তাদের ঈমান , কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন , উন্নত চরিত্র ও সাহসিকতার কারণে সারা দুনিয়াতে বিজয় লাভ করে।
২. শিশুদের সাহসের অনুশীলন করাতে হবে। ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে , তারা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না পায়। তবে তাদের মিথ্যা , ভ্রান্ত কথা -বার্তা ও অন্ধকার দিয়ে ভয় দেখানো বৈধ হবে না।
৩. আমাদের শিশুদের অন্তরের ইয়াহুদী ও জালিমদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জাগ্রত করবে। আমাদের জওয়ানরা যখন ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তখন আল্লাহর রাহে জিহাদের মাধ্যমে অবশ্যই ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইয়াহুদীদের হাত থেকে মুক্ত করবে। মহান আল্লাহ তা ‘আলা অবশ্যই তাদের সাহায্য করবে এবং বিজয়দান করবে।
৪. তাদের জন্য শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক বই ক্রয় করবে। যাতে তারা তা থেকে কিছু শিখতে পারে। যেমন , আল-কুরআনের কাহিনী সমগ্র , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী , সাহাবীদের জীবনী , সালাহ উদ্দিন আইউবীর জীবনী , কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আক্বীদা ইত্যাদি।

শিশুদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা

১. নোমান ইবনে বাশীর রা . হতে বর্ণিত , তিনি বলেন ,
« تصـدق عليَ أبي ببعض ماله ، فقـالت أمي - عمـرة بنت رواحة - لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقـال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال لا ، قال اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم» .

"আমার পিতা তার সম্পত্তির কিছু অংশ আমাকে দান করে দেন , তখন আমার মা উমরা বিনতে রাওয়াহা বললেন , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানানো ছাড়া আমি আমার সদকার উপর রাজি হব না। তারপর বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হল। তিনি জানার পর বললেন , তুমি তোমার সব সন্তানদের কি এভাবে দান করেছ? সে বলল, না , তারপর তিনি বললেন , আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।" [বুখারী , মুসলিম]

অপর এক বর্ণনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, فلا تشـهدوني إذاً ، فـإني لا أشـهد على جـور অর্থাৎ , "তাহলে তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাক্ষী বানাবে না , কারণ, আমি অন্যায় কাজের উপর সাক্ষী হতে পারি না।" [মুসলিম , নাসায়ী]

২. হে মুসলিম ভাইয়েরা ! তোমরা কখনোই সন্তানদের বিষয়ে বে -ইনসাফ করবে না। তাদের বিষয়ে যদি তোমরা কোন কিছু দান করা অথবা তাদের কারো বিষয়ে যদি তোমরা ওসিয়াত কর , তাহলে তা তোমরা ইনসাফের ভিত্তিতে কর। সন্তানদের থেকে কাউকে বঞ্চিত করো না। বরং , সবচেয়ে ভালো হয় , আল্লাহ তা 'আলা যা নির্ধারণ ও বণ্টন করেছে , তার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা। মনে চাইলে কোন সন্তানকে অন্যদের উপর অধিক প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এ ধরনের কোন কাজ করলে মনে রাখবে , তুমি তোমাকে আগুনে পেশ করলে। এ ধরনের অনেক ঘটনা পাওয়া যায় , পিতা তার কোন সন্তানের জন্য ধন -সম্পত্তি লিখে দেয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিরোধ , মারামারি ও হানাহানি চরম পর্যায়ে পৌঁছে। ফলে একে অপরে মামলা -মুকাদ্দিমা করতে তাদের মূল ধন ও আর অবশিষ্ট থাকে না।

যুব -সমাজের সমস্যার সমাধান

যুবকদের সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান হল , যদি তারা স্ত্রীদের ভরণ পোষণ ও মোহরানা আদায়ে সক্ষম হয় , তাহলে তাদের বিবাহ দিয়ে দেয়া। কারণ , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» .

“হে যুবকের দল ! তোমাদের মধ্য হতে যাদের সামর্থ্য আছে , তারা যেন বিবাহ করে। কারণ , তা চক্ষুর জন্য শীতলতা ও লজ্জা স্থানের সংরক্ষণ। আর যে সামর্থ্য রাখে না , সে যেন রোজা রাখে , কারণ, রোজা রাখা তার জন্য প্রবৃত্তি -নিরোধক।” [বুখারী , মুসলিম] পড়ালেখা শেষ না করা বিবাহের জন্য কখনোই প্রতিবন্ধক নয়। বিশেষ করে , যখন সে কোন ধনী পরিবারের সন্তান হয়ে থাকে অথবা তার পিতা তার প্রয়োজনীয় খরচ বহন করার সামর্থ্য রাখে অথবা ছেলের নিকট সম্পদ থাকে বা তার চাকুরীর ব্যবস্থা থাকে , তখন বিবাহ করতে কোন বাধা নাই। বরং বিবাহ করে ঘর সংসার করাই তার জন্য মহৎ কাজ।

পিতার দায়িত্ব হল , ছেলে যখন বিবাহের বয়স হবে , তখন তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহ দিয়ে দেয়া। বিশেষ করে , যখন পিতা ধনী হয়, তখন সে তার ছেলেকে বিবাহ করাতে কোন প্রকার কালক্ষেপণ করবে না। আর একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবে , যুবক ছেলে কোন প্রকার অশ্লীল কাজে জড়িত হওয়ার চেয়ে , তাকে বিবাহ দিয়ে দেয়া অধিক উত্তম। কারণ , যদি কোন অশ্লীল কাজে জড়িত হয় , তখন সমাজে সে অপমানিত হবে। আর ছেলেও যখন ধনী হয় , তখন সে নমনীয়তার সাথে তার পিতাকে বিবাহ দিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মাতা -পিতার পছন্দ ও তাদের সন্তুষ্টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত।

একটি কথা প্রতিটি মানুষের মনে রাখেতে হবে , মহান আল্লাহ তা ‘আলা যে কোন কিছুকে হারাম করেছে , তবে তার জায়গায় উত্তম একটি জিনিস হালাল করেছে। যেমন , মহান আল্লাহ তা ‘আলা সুদকে হারাম করছে , তার বিপরীতে ব্যবসাকে হালাল করেছেন , আর জিনাকে হারাম করছেন , তার বিপরীতে তিনি বিবাহকে হালাল করছেন। মোটকথা, যুবকদের সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম উপায় হল , বিবাহ।

আর যখন অভাবী হয়, মোহরানা , বা খরচা বহন করতে অক্ষম হওয়ার কারণে যুবকের জন্য বিবাহ করা সম্ভব না হয় **,** তখন তার জন্য উত্তম চিকিৎসা নিম্নরূপ :

১. রোজা রাখা **:** কারণ হাদিসে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

« ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء» .

শিশুদের লালন-পালন

“যে অক্ষম হয়, সে যেন রোজা রাখে। কারণ, রোজা রাখা তার জন্য প্রবৃত্তি-নিরোধক।” আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, তার উপর রোজা রাখা আবশ্যক। কারণ, রোজা মানুষের যৌবনকে দমিয়ে রাখে এবং তাদের জন্য সাময়িক উপশম হয়। রোজা যুবকদের প্রবৃত্তিকে দুর্বল করে দেয়। তবে রোজা শুধু খানা-পিনা থেকে বিরত থাকার নাম নয় বরং, রোজা হল, নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে তাকানো, মেয়েদের সাথে উঠবস করা, অশ্লীল সিনেমা, নাচ-গান শোনা ও নাটক দেখা এবং অশ্লীল উপন্যাস ও গল্পের বই পড়া হতে বিরত থাকা সহ যাবতীয় অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকা হল রোজা। আর যুবকদের উচিত হল, তারা তাদের চক্ষুর হেফাজত করবে, কানের হেফাজত করবে এবং মাথা-বনত করে রাস্তায় চলাফেরা করবে। কারণ, মহান আল্লাহ তা‘আলা সংযমের মধ্যেই সমাধান রেখেছেন। প্রবৃত্তির পূজা করার মধ্যে তিনি কোন সমাধান রাখেন নি, বরং তাতে তিনি রেখেছেন বিপদ ও সমস্যা ।
২. উন্নত হওয়া ও উত্তম আদর্শ গ্রহণ করা:
মনোবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন যে, মানুষের মধ্যে সুপ্ত যৌননাভূতি বা মানুষের যৌন প্রকৃতিকে উন্নীত ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে নয়, বরং তা মানুষের ক্ষমতার আওতাধীন ও মানুষের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যদি তোমার বিয়ে করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, তোমাকে বিপথে যেতে হবে। বরং তুমি ইচ্ছা করলে উত্তম আদর্শ আঁকড়ে ধরতে পার। তুমি কখনো অশ্লীলতার কাছেও না গিয়ে থাকতে পার, তুমি সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে উন্নত চরিত্রকেই অবলম্বন করতে পার। আর তা হল, তুমি আত্মিক সাধনার প্রতি অধিক চেষ্টা কর। এ ছাড়াও সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত. জিকির, হাদিস অধ্যয়ন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী, মহা- মনীষীদের জীবনী পাঠ ইত্যাদির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করবে, তাতে তোমার মন আর খারাপ কাজের দিকে ধাবিত হবে না। অথবা কাজে মনোযোগ দেয়া, লেখালেখি ও গবেষণা করা, চিত্রাঙ্কন, ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকার মাধ্যমেও নিজেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে হেফাজত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, দৈহিক ব্যায়াম, হাস্যরস, রসিকতা ইত্যাদি মানুষকে খারাপ চিন্তা থেকে হেফাজত করে এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে।
৩. দৈহিক ব্যায়াম: এটি হল, মানুষের দৈহিক পরিশ্রম। মানুষ যখন দৈহিক পরিশ্রম তথা ব্যায়াম করে, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ও অন্যায়-অনাচার মুক্ত সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, তখন মানুষের মধ্যে খারাপ কোন চিন্তা স্থান পায় না। তখন সে ব্যভিচার যা একজন যুবকের জন্য দৈহিক ও নৈতিক উভয়ের জন্য মারাত্মক পরিণতি ভয়ে আনে, থেকে

মাতাপিতার দায়িত্ব সন্তানের করণীয়

নিজেকে হেফাজত করবে। একজন যুবক যখনই তার প্রবৃত্তির চাপ অনুভব করবে, তখন সে যখন দৈহিক পরিশ্রম করবে, তাতে তার যে অতিরিক্ত চাহিদাটি ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। দীর্ঘ লম্বা দৌড়, ভারি বোঝা বহন, কুস্তি, প্রতিযোগিতা, যুদ্ধের ট্রেনিং, সাতার, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ইত্যাদি মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা কমিয়ে দেয়।
৪. ইসলাম বিষয়ে বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা: সবচেয়ে উত্তম হল, কুরআন তিলাওয়াত করা, হাদিস ও তাফসীর পড়া, কুরআনের কিছু অংশ হেফজ করা ও হাদিস মুখস্থ করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত সম্পর্কে জানা, খুলাফায়ে রাশেদীন, চিন্তাবিদ ও বড় বড় মনীষীদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানা। দ্বীনি মজলিশে অংশগ্রহণ করা, ইলমের আলোচনায় শরিক হওয়া, কুরআন তিলাওতের সিডি-ভিসিডি/রেডিও ইত্যাদি শোনা ।
মোট কথা, একজন যুবকের জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা হল, বিবাহ। আর তা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয়, তাহলে উপর কর্তব্য হল, রোজা রাখা, দৈহিক পরিশ্রম করা, জ্ঞান অর্জন করা। আর জ্ঞান অর্জন হল শক্তিশালী ঠিকানা যা মানুষের উপকার করে; কষ্ট দেয় না। তারপর সর্বোত্তম চিকিৎসা হল, যে সবের প্রতি দেখতে মহান আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন, তা হতে চোখের হেফাজত করা। মহান আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করা যে, যাতে মহান আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য বিবাহকে সহজ করে দেয়।

গ্রহণযোগ্য দোয়া :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , “যে ব্যক্তি রাতে ঘুমানোর সময় এ দোয়াটি পড়ে ,
لا اله إلا الله وحـده لا شـريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قـدير سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
অর্থ ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোন হক ইলাহ নাই , তিনি একক তারা কোন শরীক নাই। রাজত্ব তারই প্রশংসা ও তার। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ পবিত্র , সব প্রশংসা আল্লাহর , তিনি ছাড়া আর কোন হক ইলাহ নাই , তিনি সবচাইতে বড়। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কেউ কোন ভালো কাজ করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে তাওফিক দেয় তাকে বিরত রাখার কেউ নাই। ’ তারপর সে বলে اللهم أغفر لي মহান আল্লাহ তা ‘আলা তার দুয়া কবুল করেন। আর যদি সে ওযু করে এবং সালাত আদায় করে , আল্লাহ তা ‘আলা তার সালাতকে কবুল করে। ”

[illegible]:

[illegible]. [illegible] {الْمَـالُ وَالْبَنُـونَ زِينَـةُ الْحَيَـاةِ الـدُّنْيَا} [illegible]

« إذا مات الإنسـان انقطع عمله إلا من ثلاث : صـدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» .

[illegible]

[illegible]. [illegible]

« تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» .

[illegible]

[illegible]. [illegible] {الشَّـيْطَانُ يَعِـدُكُمُ الْفَقْـرَ} . [illegible]

[illegible]. [illegible]

শিশুদের লালন-পালন

হয় এবং মুসলিমদের সংখ্যা কমে যায় এ কারণে তারা মুসলিমদের মধ্যে জন সংখ্যা বৃদ্ধিটাকে সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে। যেমনটি মিশর এবং আরও অন্যান্য মুসলিম দেশে বিষয়টি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। তারা এটিকে পরিবার পরিকল্পনা করে নামকরণ করে থাকে, বাস্তবে তা পরিকল্পনা নয় বরং মুসলিম নিধন বলা যেতে পারে। তারা আমাদের দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণের টেবলেটগুলো বিনা মূল্যে বিতরণ করে অথচ আমাদের দেশের অভাবী ও গরীবদের জন্য খাদ্য বিতরণ করে না। অভাবীদের অভাব দূরীকরণের কোন চেষ্টা না করে মুসলিমদের সংখ্যা কমানোর চেষ্টা করে। প্রশ্ন হল, মুসলিমরা কি এ ধরনের শরীয়ত বিরোধী কাজের পরিণাম সম্পর্কে একবারও ভেবে দেখছে?

[illegible]:

[illegible]. [illegible],

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾

"[illegible]" [[illegible]: [illegible]]

[illegible]. [illegible],

﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾

[illegible], "[illegible]" [[illegible]: [illegible]]

[illegible]. [illegible],

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

[illegible], "[illegible]" [[illegible] : [illegible]]

[illegible]. [illegible],

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

[illegible], "[illegible]" [[illegible]: [illegible]]

[illegible]. [illegible],

﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ .

[illegible], "[illegible]" [[illegible]]

[illegible]. [illegible],

« أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مـرات ، هل يبقى من درنه شئ ؟ قـالوا لا يبقى من درنه شئ ، قـال فـذلك مثل الصـلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» .

[illegible], "[illegible]?" [illegible]. [illegible], "[illegible]" [[illegible], [illegible]]

৮. রাসূল সা . আরও বলেন,

. « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر »

আমাদের মাঝে আর অমুসলিমদের মাঝে চুক্তি হল , সালাত। যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল , সে কুফরী করল। [সহীহ , মুসনাদ আহমদ]

৯. রাসূল সা . আরও বলেন,

. « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »

একজন মানুষ ও শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত হয় , সালাত ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে। [মুসলিম]

মাতাপিতার দায়িত্ব সন্তানের করণীয়

শিশুদের ওযু ও সালাতের শিক্ষা দেয়া

ওযুর নিয়ম হল, প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবে।
১. দুই হাতের কব্জি তিনবার ধোয়া, তারপর তিনবার করে নাকে পানি দেয়া ও তিনবার কুলি করা।
২. সমস্ত চেহারা তিনবার ধোয়া।
৩. প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাতের কনুই সহ তিনবার ধোয়া।
৪. সমস্ত মাথা কানসহ মাসেহ একবার করা।
৫. দুই পায়ের টাখনু সহ তিনবার ধোয়া।
আর যদি কোন ব্যক্তি ওযু করতে সক্ষম না হয়, তাকে অবশ্যই তায়াম্মুম করতে হবে। তায়াম্মুমের পদ্ধতি হল, প্রথমে পবিত্রতার নিয়ত করবে, তারপর তুমি তোমার চেহারাকে পাক মাটি দ্বারা মাসেহ করবে, এবং দুই হাতের কব্জীদ্বয় মাটি দ্বার মাসেহ করবে।
ওযু করতে অক্ষম হওয়ার কারণ: হয়তো পানি ব্যবহার দ্বারা ক্ষতি হতে পারে বা পানি না পাওয়া যাওয়া হতে পারে, অথবা সফরে তার সাথে পানি একবারেই কম; যদি ঐ পানি দিয়ে ওযু করে তবে খাওয়ারের পানি থাকবে না। এসব কারণে তার জন্য তায়াম্মম করা বৈধ ও শরিয়ত সম্মত।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময় মত আদায় করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হল, যাতে শিশুরা তাদের জীবনের শুরুতেই সালাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

[illegible]

[illegible]; [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]. [illegible]

[illegible]. [illegible], [illegible]

« سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمـك وتعالى جدك ، ولا اله غيرك»

[illegible], “[illegible]-[illegible]! [illegible]! [illegible]” [illegible]

[illegible] -

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [‘[illegible]] [illegible], “[illegible]” [illegible] بسم الله الرحمن الــرحيم [[illegible]] [illegible], “[illegible]” [illegible]

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُـدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ * غَـيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ .

[illegible]: “[illegible], [illegible], [illegible]”

[illegible], [illegible]-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِـدْ وَلَمْ يُولَـدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُـوًا أَحَدٌ

“[illegible], [illegible], [illegible]”

[illegible]. [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]

[illegible] سبحان ربي العظيم [illegible]

[illegible]. [illegible]— سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد [illegible], “[illegible]! [illegible]”

[illegible]. [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] سبحان ربي الأعلى “[illegible]” [illegible]

[illegible]. [illegible] ([illegible]) [illegible], رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقـني “[illegible]! [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]”

[illegible]. [illegible] سبحان ربي الأعلى [illegible]

[illegible]:

[illegible]. [illegible] “[illegible]”, “[illegible]”, “[illegible]” [illegible]

[illegible]. [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible]

« التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ * اللَّهُمَّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَـلَّيْتَ عَلَى إِبْـرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْـرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيـدٌ مَجِيـدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْـرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »

[illegible]: “[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]”

[illegible], [illegible]

করেছেন ইবরাহীমের উপর এবং তার পরিবারের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও অতিশয় সম্মানিত। হে আল্লাহ আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পারিবারভুক্তদের উপরও। যেমনি আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয় আপনি অতিশয় প্রশংসিত ও খুবই মর্যাদাবান। [বুখারী]

৩. তারপর দুয়ায়ে মাসূরা পড়বে — যেমন,

اللهم إني أعــوذ بك من عــذاب جهنم ومن عــذاب القــبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسح الدجال .

অর্থ , "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি , হায়াত ও মওতের ফিতনা হতে এবং মাসীহ - দাজ্জালের ফিতনা হতে। "

৪. ডনে বামে সালাম ফিরাবে। আর উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় বলবে,

« السلام عليكم ورحمة الله » .

অর্থ , "তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।"

সালাতের রাকাতের সংখ্যার চার্ট :

সালাত	পূর্বের সুন্নাত	ফরয	পরের সুন্নাত
ফজর	২	২	০
যোহর	২ এবং ২	৪	২
আসর	২ এবং ২	৪	০
মাগরিব	২	৩	২
এশা	২	৪	২ এবং ৩ (বিতর)
জুমা	২ (তাহিয়্যাতুল মসজিদ)	২	২ (ঘরে পড়লে) □□□□ ২ এবং ২ (মসজিদে পড়লে)

সালাতের কিছু বিধি -বিধান

১. ফরয সালাতের পূর্বে ও পরে কিছু সুন্নাত সালাত আছে সেগুলো পাবন্দির সাথে আদায় করতে হবে।
২. সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় তোমার দৃষ্টি থাকবে সেজদার স্থানের দিকে। এদিক সেদিক তাকাবে না। অনেকে আছে সালাতে এদিক সেদিক তাকিয়ে থাকে , যা সালাতের মধ্যে একাগ্রতার পরিপন্থী।
৩. আর যখন তুমি জামাতে সালাত আদায় করবে , তখন ইমাম যদি কিরাত নিম্ন স্বরে পড়ে , তখন তুমিও তোমার সালাতে কিরাত পড়বে। আর যখন কিরাত উচ্চস্বরে পড়ে , তখন ওয়াকফের ফাকে ফাকে সূরা ফাতেহা পড়ে নিবে।
৪. জুমার সালাতের ফরয হল , দুই রাকাত। জুমার সালাত কেবল শুধু মসজিদে গিয়ে জুমার খুতবার পরে ইমামের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নিবে।
৫. মাগরিবের সালাত তিন রাকাত। ফজরের সালাতের মত দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। তারপর যখন দ্বিতীয় রাকাত শেষে আত্তাহিয়্যাতু পড়া শেষ হবে , সালাম ফিরাবে না , তৃতীয় রাকাতের জন্য দুহাত কাঁদ পর্যন্ত উঁচা করে তাকবীর - আল্লাহু আকবর - বলে উঠে দাঁড়াবে। তারপর সূরা ফাতেহা পড়ে , উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী সালাত সম্পন্ন করবে। তারপর ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে বলবে ,

« السلام عليكم ورحمة الله» .

অর্থ , তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।
৬. যোহর, আছর ও এশার সালাত চার রাকাত। ফজরের সালাত যেভাবে আদায় করতে হয় , সেভাবে প্রথম দুই রাকাত সালাত আদায় সম্পন্ন করে বৈঠক শেষে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম না ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। তৃতীয় রাকাত শেষে চতুর্থ রাকাত পড়বে এবং পরবর্তী দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়বে। তারপর সালাতকে সম্পন্ন করার পর ডামে বামে সালাম ফিরাবে।
৭. ভিতিরের সালাত তিন রাকাত। প্রথমে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর এক রাকাত পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। উত্তম হল, রুকুর আগে বা পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত দুয়াসমূহ দ্বারা দোয়া করবে।
রাসূল হতে বর্ণিত দোয়া যেমন -

اللهم اهدني فيمن هديت ، وعـافني فيمن عـافيت ، وبـارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضى ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت .

অর্থ , হে আল্লাহ ! তুমি যাদের হেদায়েত দিয়েছ এবং যাদের তুমি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছ , আমাকে তুমি তাদের

অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি আমাকে যা দান করছ, তাতে তুমি বরকত দাও। তুমি যে সব খারাপ কাজের ফায়সালা করেছ, তা থেকে তুমি আমাকে বাচাও। নিশ্চয় তুমিই ফায়সালা দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ ফায়সালা দেয় না। তুমি যাকে সম্মান দাও তাকে আর কেউ অপমান করতে পারে না। আর তুমি যাকে অপমান কর, তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। হে প্রভু! তুমি বরকতময় ও মহান।

৮. যখন ইমামের সাথে সালাত আদায় করবে, তখন তুমিও তার সাথে সালাতে দাঁড়াবে এবং তাকবীর -আল্লাহু আকবর - বলবে। ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। যদি ইমাম রুকু -রত হয়ে থাকে, তখন তুমি রুকুতে শরীক হয়ে, ইমামের অনুকরণ করবে, যদি তুমি ইমামের সাথে পুরোপুরি রুকু পাও, তাহলে তুমি সে রাকাত পেলে। আর যদি রুকু না পাও তাহলে, সে রাকাত পেয়েছ, বলে হিসাব করা যাবে না। ঐ রাকাত তোমাকে পরবর্তীতে আবার আদায় করতে হবে।

৯. আর যখন তোমার রাকাত ছুটে যাবে, তখন তা ইমামের সালাম ফিরানোর পর আদায় করবে। ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে না। বাকী সালাত আদায়ের জন্য তুমি একা দাড়িয়ে যাবে।

১০. মনে রাখবে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না। কারণ, তা সালাত বাতিল করে দেয়। হাদিসে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে সালাতে তাড়াহুড়া করতে দেখে বলল, [إرجع فصل فإنك لم تصل] তুমি ফেরৎ যাও এবং পুনরায় সালাত আদায় কর। তখন লোকটি ফেরত গিয়ে আবার সালাত আদায় করল, রাসূল তাকে আবার বলল, তুমি ফেরত যাও, পুনরায় সালাত আদায় কর, এভাবে তিনবার রাসূল লোকটিকে ফেরত পাঠাল। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তৃতীয়বারে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সালাতের নিয়ম শিখিয়ে দিন, তখন সে বলল,

« اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تستوي قائماً ، ثم اسجد حتى تضمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تضمئن جالساً » .

অর্থ, তুমি রুকু কর, এমনভাবে যাতে রুকুতে তুমি স্বস্তি লাভ কর। তারপর রুকু হতে সোজা হয়ে দাড়াও, তারপর সেজদা কর, যাতে সেজদায় তুমি স্বস্তি লাভ কর। তারপর তুমি মাথা উঠাও যাতে বসা অবস্থায় তুমি স্বস্তি পাও।

১১. যখন সালাতের ওয়াজিবসমূহ হতে কোন ওয়াজিব ছুটে যাবে, যেমন- তোমরা প্রথম বৈঠক ছুটে গেল, অথবা তুমি কত রাকাত পড়ছ, তা ভুলে গেছ, তখন তুমি নিশ্চিত সংখ্যা অনুযায়ী সালাত আদায় করে নিবে এবং সালাতের শেষাংশে দুই সেজদা করবে এবং সালাম ফিরাবে। এ সেজদাকে সেজদায়ে সাহু বলে।

১২. সালাতে অধিক নড়াচড়া করবে না। কারণ, অধিক নড়া-চড়া করা সালাতে একাগ্রতা ও খুশুর পরিপন্থী। অনেক সময় বিনা প্রয়োজনে অধিক নড়া -চড়া সালাত নষ্টেরও কারণ হয়।

মাতাপিতার দায়িত্ব সন্তানের করণীয়

১৩. এশার সালাতের সময় অর্ধ রাত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। এ সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করে নিতে হবে, সুতরাং প্রয়োজন ছাড়া এশার সালাতকে দেরি করা ঠিক হবে না। আর বিতর সালাতের সময় সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত। বিতর সালাত হল রাতের সর্বশেষ সালাত।

[illegible]:

[illegible],

صلوا كما رأيتموني أصلي

[illegible]

[illegible],

إذا دخل أحـدكم المسـجد فلـيركع ركعـتين قبل أن يجلس « وتسـمى تحية المسجد» .

[illegible] [[illegible]]

[illegible],

لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها.

[illegible]

[illegible],

إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة

[illegible]

[illegible],

أقيمـوا صـفوفكم وتراصـوا ، قـال أنس وكـان أحـدنا يلـزق منكبه بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه .

[illegible]

[illegible],

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشــون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا .

[illegible]

[illegible],

إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك .

[illegible]

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,
إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع والسجود .
"আমি তোমাদের ইমাম , সুতরাং রুকু সেজদায় তোমরা আমার থেকে আগে বাড়বে না। " মুক্তাদি কখনোই ইমামের আগে কিছু করবে না। যদি তা করে তাহলে তার সালাত আদায় হবে না।

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله .
অর্থ , কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব করা হবে , যখন সালাত ঠিক থাকে , তখন তার যাবতীয় সব আমলই ঠিক থাকে। আর যখন তার সালাতের অবস্থা খারাপ হয় , তখন তার সমস্ত আমলই নষ্ট হয়ে থাকে।

[illegible]

[illegible]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .

[illegible]

« لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم» .

[illegible]

« من سمع النداء ، فلم يأته ، فلا صلاة له إلا من عذر » « الخوف أو المرض» .

[illegible]

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ، فرخص له ، فلما ولىّ دعاه فقال هل تسمع النداء «بالصلاة» قال نعم ، قال فأجب» .

[illegible]

«من اغتسل ، ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قدر له ، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام» .

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল , তারপর মসজিদে উপস্থিত হল , এবং তার জন্য যা নির্ধারণ করা হল , সে পরিমাণ সালাত আদায় করে ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে এবং ইমামের সাথে দুই রাকাত ফরয সালাত আদায় করে , আল্লাহ তা 'আলা এ জুমা হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত মাঝখানের গুনাহ গুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং আরও অতিরিক্ত তিনি দিনের অপরাধ ক্ষমা করে দেবে।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

« من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها ، طبع الله على قلبه» .

যে ব্যক্তি অলসতা করে পরপর তিনটি জুমার সালাত আদায় ছেড়ে দিল , আল্লাহ তা 'আলা তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেয়।

সুন্নাত তরীকায় কীভাবে জুমার সালাত আদায় করব ?

১. জুমার দিন সকাল বেলা গোসল করবে। হাত পায়ের আঙ্গুল কাটবে এবং ওজু করার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করব ও সুগন্ধি ব্যবহার করব।

২. আমরা কাঁচা পেয়াজ ও রসূন খাবো না , ধূমপান করব না এবং আমাদের মুখ ধোবো এবং মিসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করব।

৩. মসজিদের প্রবেশের সময় দুই রাকাত সালাত আদায় করব , যদিও খতীব মিম্বারে খুতবার জন্য দাড়িয়ে যায়। কারণ , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ,

« إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب ، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما »

অর্থ , তোমাদের কেউ যখন ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার সময় জুমার সালাতে উপস্থিত হয় , তখন সে সংক্ষেপে দু রাকাত সালাত আদায় করে নিবে।

৪. আমরা ইমাম বা খতীবের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনবো , কোন কথা বলব না।

৫. ইমামের সাথে মুক্তাদি হয়ে , জুমার দুই রাকাত ফরয সালাত আদায় করব।

৬. জুমার সালাতের পর চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করব। অথবা বাসায় গিয়ে দু -রাকাত সালাত আদায় করব। এটি হল , উত্তম।

৭. জুমার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর বেশি বেশি করে দরুদ পড়বে।

৮. জুমার দিন যে মুহূর্তটি মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় , তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাব। কারণ , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

« إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» .

অর্থ , নিশ্চয় জুমার দিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে , ঐ মুহূর্তটি মধ্যে কোন মুসলিম বান্দা মহান আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ কামনা করে , মহান আল্লাহ তা 'আলা সে কল্যাণ তাকে অবশ্যই দান করবে।

[illegible]-[illegible] [illegible]:-

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible],
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

[illegible] [illegible] [illegible] لَهْوَ الْحَدِيثِ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
« ليكــونن من أمــتي أقــوام يســتحلون الحر «الزنــا» والحريــر، والخمر والمعازف» – الموسيقى - .

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible], [illegible]. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] “[illegible]” [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [الجرس مزامير الشيطان] . [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]:

[illegible]. [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible],

ভালোবাসা, নারীদের আলিঙ্গন, তাদের চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি দ্বারা ভরপুর। এগুলো সবই যৌন উত্তেজক, যেগুলি যুবকদের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, তাদের জেনা-ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে এবং তাদের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে।

২. যখন গান ও বাদ্য এক সাথে চলতে থাকে, তখন তার পরিণতি হয়, খুবই ভয়াবহ। যুব সমাজের চরিত্র অশ্লীল গান-বাজনা ও ফিল্ম দেখা ইত্যাদির কারণে চরম অবনতির দিকে যায়। অধিকাংশ যুবকরা এ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মারাত্মক ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয় এবং তারা তখন মহান আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভুলে, দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও আনন্দ পূর্তিতে মাতোয়ারা হয়ে পড়ে। এমনকি ১৯৬৭ যখন ইয়াহুদিদের সাথে যুদ্ধ চলছিল, তখন ঘোষণা হল যে, তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও, কারণ, তোমাদের সাথে অমুক অমুক গায়িকা আছে যারা তোমাদের গানের মাধ্যমে উৎসাহ দিয়ে যাবে। এ ঘোষণার পর ইয়াহুদীদের সাথে মুসলিমদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হল। কারণ, তাদের উচিত ছিল এ কথা বলা, তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও! তোমাদের সাথে মহান আল্লাহর সাহায্য বহাল আছে। তা না করে তারা নারীদের গান-বাজনার প্রতি আহ্বান করল, যা আল্লাহ তা 'আলার পছন্দ হল না।

৩. মনে রাখতে হবে, অনেক সময় এমন হয়, দ্বীনি বা ইসলামের নামে যে সব গান গাওয়া হয় বা বাজারে পাওয়া যায়, সে গুলোও অন্যায় অশ্লীল হতে খালি হয় না। যেমন, বুসীরীর কাব্যগুলো তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ ছাড়াও দেখুন কোন এক গায়ক বলেছিল

وقبل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم .

এখানের শেষের অংশটি আল্লাহ ও রাসূলের উপর মিথ্যারোপ বৈ কিছুই না, যা বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

গান বাজনা হতে বাঁচার উপায়:

১. রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদিতে গান-বাজনা শোনা ও দেখা হতে দূরে থাকতে হবে। বিশেষ করে যৌন উত্তেজক গান, ও বাজনাসহ গান শোনা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

২. মহান আল্লাহর জিকির ও কুরআনের তিলাওয়াত গান বাজনা থেকে বাচার সর্বোত্তম পন্থা। বিশেষ করে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» .

অর্থ, যে ঘরে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে। মহান আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ .

হে মানব সকল ! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভূর পক্ষ হতে উপদেশ এসেছে এবং এসেছে তোমাদের অন্তরে যে সব ব্যাধি রয়েছে , তার জন্য শিফা। আর মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীর f ত, তার আখলাক সম্পর্কীয় কিতাবাদি ও সাহাবীদের জীবনী বেশি বেশি করে অধ্যয়ন করা।

যে সব গান গাওয়া বৈধ :

১. ঈদের দিন গান গাওয়া বৈধ। যেমন , আয়েশা রা . এর হাদিসে বর্ণিত , তিনি বলেন ,

« دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ، وعندها جاريتـان تضـربان بدفين « وفي رواية عندي جاريتان تغنيان» فانتهرهما أبو بكر ، فقال صلى الله عليه وسلم : دعهن فإن لكل قوم عيداً ، وإن عيدنا هذا اليوم» .

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট প্রবেশ করে , তখন তার নিকট দুইজন বাঁদি ছিল , তারা উভয়ে দুটি ঢোল বাজাচ্ছিল , অপর বর্ণনায় আছে তারা দুইজন গান গাচ্ছিল , তাদের দেখে আবু বকর রা . ধমক দিলেন , তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা . কে বলল, তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও , কারণ, প্রতিটি সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য ঈদ আছে, আর আমাদের ঈদ হল আজকের দিন।

২ . বিবাহের অনুষ্ঠানে বিবাহের প্রচার প্রসারের জন্য ঢোল তবলা বাজিয়ে গান করা বৈধ। যেমন , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«فصل ما بين الحـلال والحرام ، ضرب الدف ، والصوت في النكاح»

অর্থ , হারাম ও হালালের মধ্যে প্রার্থক হল , ঢোল বাজানো ও বিবাহের প্রচার করা।

৩. কোন কাজ সম্পাদন করার সময় ইসলামী গান গাওয়া। কারণ , তখন কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং চাঞ্চল্যটা ফিরে আসে। বিশেষ করে যখন গানে দোয়া বা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি থাকে। এ ধরনের গানের জন্য রাসূল নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। তিনি খন্দকের যুদ্ধে যখন পরিখা খনন করছিলেন , তখন তিনি তার সঙ্গীদের কর্ম চাঞ্চল্যটা ফিরিয়ে আনতে এ ধরনের কাব্যগুলো পড়েন। যেমন ইবনে মাজাতে বর্ণিত :

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ** فاغفر للأنصار والمهاجرة

অর্থ : হে আল্লাহ ! আখিরাতের জীবনই জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন।

এ কথার উত্তরে আনসার ও মুহাজিররা বলল :

نحن الذين بايعوا محمداً ** على الجهاد ما بقينا أبدا

আমরা তারাই যারা মুহাম্মদের হাতে জিহাদের অঙ্গীকার করি। যতদিন পর্যন্ত আমরা জমিনে বেচে থাকি।

والله لولا الله ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا

মহান আল্লাহ দয়া আমাদের উপর না থাকলে, আমরা হেদায়েত পেতাম না এবং আমরা আল্লাহর রাহে সদকা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না।

فأنزلن سكينة علينا ** وثبت الأقدام إن لاقينا

আপনি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। আমরা যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করব, তখন আমাদের তুমি অটল ও অবিচল রাখুন।

والمشركون قد بغوا علينا ** إذا أرادوا فتنة أبينا

মুশরিকরা আমাদের উপর নির্যাতন করছে। তারা যখন আমাদের শিরক করতে বলে আমরা তা অস্বীকার করি।

তারা أبينا ... أبينا .. [শিরিককে অস্বীকার করি, অস্বীকার করি] বলে চিৎকার করত।

৪. যে সব গানে আল্লাহর প্রশংসা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোহাব্বত ও রাসূলের গুণাগুণ থাকে, ঐ ধরনের গান গাওয়া নি:শন্দেহে বৈধ। অনুরূপভাবে যে সব গানে জিহাদের উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়, ঈমানের উপর অবিচল ও অটুট থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় এবং নৈতিক চরিত্র সংশোধন বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়, সে সব গান গাওয়াতে কোন প্রকার ক্ষতি নাই। এ ছাড়াও যে সব গানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসা জাগ্রত, মুসলিমদের মাঝে সু-সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে, ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়, এ ধরনের গান বৈধ বা প্রশংসিত হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এ ধরনের গানের মাধ্যমে সমাজ উপকৃত হয়, মানুষের নৈতিক চরিত্র ও মন-মানসিকতার উন্নতি হয়।

৫. বাদ্য যন্ত্রের মধ্য হতে ঈদের দিন ও বিবাহ অনুষ্ঠানে ঢোল বাজানোকে বৈধ করা হয়েছে। জিকিরের মজলিশে ঢোল বাজানো সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তারপর তার সাহাবীরা কখনোই জিকিরের মজলিসে ঢোল-তবলা বাজায়নি। কিন্তু ছুফিরা ঢোল বাজানোকে হালাল মনে করে এবং জিকিরের মজলিশে ঢোল বাজানোকে সুন্নাত বলে, অথচ তা বিদআত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة» .

অর্থ: তোমরা কুসংস্কার হতে বেচে থাক, কারণ, সব কুসংস্কারই হল, বিদআত। আর প্রতিটি বিদআত হল, গোমরাহি।

[illegible]:

[illegible]

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

[illegible]

[illegible]-

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾

[illegible]

[illegible]

[illegible]. [illegible]

শিশুদের লালন-পালন

বাজারে চড়া মূল্যে বিক্রি করা হয়। এ গুলোকে ইবাদতের লক্ষ্যে ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়, এ গুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।
২. বর্তমান যুগেও বড় বড় নেতাদের ছবির প্রতি মানুষের মাথা নত করা হয়। মানুষ যখন তাদের মূর্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা তাদের সম্মানে দাড়িয়ে যায়, কোমর বাঁকা করে পিঠ ঝুলিয়ে দেয়। যেমন, আমেরিকাতে জর্জ ওয়াশিংটন, ফ্রান্সে নেপোলিয়ন ও রাশিয়াতে লেনিনের ছবিকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। যারা তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তাদের সম্মানে মাথা ঝুঁকায়। বর্তমানে প্রতিকৃতি নির্মাণের এ ধারণাটি আরব জাহান ও মুসলিম দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। তারা কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ করে যাচ্ছে, তারা তাদের নেতাদের প্রতিকৃতি রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপন করে। এভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহেও মূর্তির বিস্তার হচ্ছে। যে সব টাকা দিয়ে প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়ে থাকে, সে সব দিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা, হাসপাতাল, জন-কল্যাণমূলক ট্রাস্ট তৈরি করে তাদের নামে নাম করণ করা যেতে পারে; তাতে কোন সমস্যা নাই। তাতে মানুষের উপকার আরও বেশি হবে। আর তাদের নামে নাম করণ করার মধ্যে কোন ক্ষতি নাই।
৩. কালের বিবর্তনে দেখা যাবে, যারা বর্তমানে প্রতিকৃতি গুলোর সেজদা করছে না, তারাও এক সময় এসে এগুলোর সেজদা করতে আরম্ভ করবে এবং ইবাদত করতে শুরু করবে। যেমনটি ইউরোপ, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর এ বিষয়ে নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের লোকেরাই হল ইতিহাসের সূচনা। কারণ, তারাই প্রথমে তাদের নেতাদের প্রতিকৃতি স্থাপন করে, তারপর তাদের সম্মান ও ইবাদত করে।
৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালিব রা. কে এ বলে নির্দেশ দেন যে, তুমি কোন মূর্তিকে দেখা মাত্র নিষ্পেষিত করে দেবে এবং কোন উঁচা কবর দেখলে তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।

যে সব বস্তুর ছবি বা প্রতিকৃতি বৈধ:
১. সব বস্তুর রুহ নাই, সে সব বস্তুর ছবি তোলা হালাল বা বৈধ। যেমন- গাছ-পালা, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, পাথর, নদ-নদী, সমুদ্র, পবিত্র স্থান, মসজিদ, মদিনার মসজিদ, বাইতুল্লাহ ইত্যাদির ছবি বৈধ। এর প্রমাণ হল, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর উক্তি: তিনি বলেন, যদি তোমাকে ছবি নির্মাণ করতেই হয়, তবে তুমি গাছ-পালা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও যে সব বস্তুর জীবন নাই সে সবের ছবিই অংকন কর।

২. প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের জন্য ছবি তোলা বৈধ। যেমন - পাসপোর্ট, ন্যাশনাল আইডি কার্ড, গাড়ির লাইসেন্স ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজে ছবি তোলার অনুমতি আছে।

৩. চোর, ডাকাত, অপরাধীদের ধরার জন্য তাদের ছবি টানিয়ে দেয়া বৈধ, যাতে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা যেতে পারে।

৪. মেয়েদের জন্য টুকরা কাপড় দিয়ে পুতুল বানিয়ে সেগুলো দ্বারা খেলা-ধুলা করা বৈধ। যখন তারা ছোট থাকে, তখন তারা এ ধরনের খেলা-ধুলা করতে পারে; যাতে তারা যখন মা হয়, তখন শিশুদের কীভাবে লালন-পালন করতে হয়, তা শিখে। আয়েশা রা. এর কথা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ, তিনি বলেন,

كنت ألعب بالبنـــات عند النـــبي صـــلى الله عليه وســـلم আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে খেলা-ধুলা করতাম। আর শিশুদের জন্য অশ্লীল কোন খেলা-ধুলা ক্রয় করা উচিত নয়; বিশেষ করে উলঙ্গ মেয়েদের ছবি। কারণ, এ সব দেখে তারাও নিজেরা শিখবে এবং তাদের অনুকরণ করবে। ফলে সমাজকে কলুষিত করবে। এ ছাড়াও এ সব ক্রয় করার মাধ্যমে টাকাগুলো দ্বারা ইয়াহুদী, নাছারা ও ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা করা হয়; যাতে তারা মুসলিমদের বিপক্ষে শক্তি অর্জন করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾

﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

{وَلاَ تَقْتُلُـواْ أَنفُسَـكُمْ}

﴿وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾.

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾.

« لا ضرر ولا ضرار »

وكـره الله لكم إضـاعة المـال মহান আল্লাহ তা ‘আলা তোমাদের জন্য সম্পদের অপচয় করাকে অপছন্দ করেছেন।

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ,
« كل أُمتي معافى إلا المجاهرين»
আমার উম্মতের সব অপরাধীকে ক্ষমা করা হবে। তবে মুহাজিরকে ক্ষমা করা হবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অপরাধ করে এবং কোন অপরাধ করে তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে। ধূমপানকারী প্রকাশ্যে ধূমপান করে , অন্যদের ধূমপানের মত অপরাধকে উৎসাহ দেয়।

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে , সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়া হারাম। আর ধূমপানকারী তার মুখের দুর্গন্ধ দ্বারা তার স্ত্রী , সন্তান ও প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। বিশেষ করে ফেরেশতা ও মুসল্লিরা তার মুখের দূর্গগন্ধের কারণে কষ্ট পায়।

দাড়ি বড় করার বিধান :

১. মহান আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ﴾

আর দাড়ি মুণ্ডন আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার সামিল এবং শয়তানের অনুকরণ বৈ কিছুই না। [সূরা আন -নিসা : ১১৯]

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

« جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس» .

তোমরা গোপকে খাট কর , দাড়িকে বড় কর এবং অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর। অর্থাৎ দাড়ি যদি তোমাদের ঠোটের উপর বর্ধিত হয়, তখন বর্ধিতাংশ তোমরা কেটে ফেল। আর কাফেরদের বিরোধিতা স্বরূপ তোমরা তোমাদের দাড়িকে লম্বা কর।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«عشر من الفطرة ، قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك واستنشاق الماء ، وقص الأظافر ....»

দশটি জিনিষ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হল , গোপকে খাট করা দাড়িকে লম্বা করা , মিসওয়াক করা , পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা এবং হাত -পায়ের নখ কাটা ....।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব পুরুষরা নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে , তাদের অভিশাপ করেন। আর দাড়ি মুণ্ডন নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখারই নামান্তর এবং আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

« لكني أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي» .

তবে আমার রব আমাকে আদেশ দেন যে, আমি যেন আমার দাড়িকে বড় করি এবং গোপকে খাট করি। মনে রাখতে হবে , দাড়িকে বড় করা আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ , যা পালন করা অবশ্যই কর্তব্য বা ওয়াজিব।

মাতাপিতার দায়িত্ব সন্তানের করণীয়

মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করা:

তুমি যদি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাও তাহলে নিম্নে বর্ণিত উপদেশগুলো পালন কর।
১. মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের কখনোই কষ্ট দেবে না এবং তাদের ধমক দিয়ে কথা বলবে না। তাদের সাথে সুন্দর ও মনোরম ব্যবহার করবে।
২. তারা যদি কোন অন্যায়ের আদেশ না দেয়, তখন তাদের আদেশের আনুগত্য করবে। আর তারা যদি কোন অন্যায় কাজ করতে বলে, তাহলে তাদের অনুকরণ হতে বিরত থাকবে। কারণ, আল্লাহর নাফরমানিতে কোন মাখলুকের আনুগত্য নাই।
৩. মাতা-পিতার সাথে নম্র ব্যবহার করবে, তাদের সাথে মুখ কালাকালি করবে না এবং তাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাবে না।
৪. মাতা-পিতার সুনাম, মান-মর্যাদা ও তাদের ধন-সম্পত্তির সংরক্ষণ করবে। তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের কোন কিছু ধরবে না।
৫. যে কাজ করলে তারা খুশি হয়, তা করা। যেমন, তাদের খেদমত করা, পড়া লেখা করা ও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে দেয়া।
৬. তোমার যাবতীয় কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করবে। যখন বাধ্য হয়ে তাদের কোন বিরোধিতা কর, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।
৭. তারা যদি তোমাকে ডাকে তাহলে, হাসি মুখে তাদের কথার উত্তর দিবে।
৮. তাদের মৃত্যুর পর তাদের জীবিত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু- বান্ধবদের সম্মান প্রদর্শন করবে।
৯. তাদের সাথে ঝগড়া করবে না। তাদের কোন ভুল দেখলে, সঠিকটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেবে।
১০. তাদের সাথে কোন প্রকার হৎকারীতা করবে না। তাদের উপর তোমার আওয়াজকে উঁচা করবে না। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।
১১. মাতা-পিতা যখন তোমার নিকট প্রবেশ করবে তখন তাদের তুমি দাড়িয়ে সম্মান দিবে। তাদের মাথায় চুমু দিবে।
১২. ঘরের কাজ কর্মে মা সহযোগিতা করবে এবং বাহিরের কাজে পিতাকে সাহায্য করবে।
১৩. যত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজই হোক না কেন, তাদের অনুমতি ছাড়া বাহিরে কোথাও সফরে যাবে না। তারপরও যদি তুমি বাধ্য হও, তাহলে তুমি তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।
১৪. তাদের কামরায় তাদের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না, বিশেষ করে তাদের ঘুম ও বিশ্রামের সময়।
১৫. তুমি যদি ধূমপানে অভ্যস্ত হও, তাহলে তাদের সামনে ধূমপান করবে না।

শিশুদের লালন-পালন

১৬. তাদের পূর্বেই খেতে বসবে না, খাওয়ার সময় তাদের সম্মান রক্ষা করে খাবে।
১৭. তাদের বিপক্ষে কোন মিথ্যা কথা বলবে না। আর তারা যদি তোমার অপছন্দ কোন কাজ করে, তুমি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করো না।
১৮. তুমি স্ত্রী সন্তানদের মাতা-পিতার সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিবে না। সবকিছুর পূর্বে তুমি তাদের সন্তুষ্টি কামনা করবে। কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি মাতা-পিতা সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপরই নির্ভর করে।
১৯. তাদরে আসন থেকে উঁচা কোন আসনে তুমি বসবে না। অহংকারী করে তাদের দিকে পা বিছিয়ে দিয়ে বসবে না।
২০. তুমি যত বড় নেতা বা চাকুরীজীবী হও, তাদের পরিচয় তুলে ধরতে তুমি কখনোই ভুল করবে না। তাদের পরিচয়কে অস্বীকার করতে এবং কোন কথার মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেয়া হতে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকবে।
২১. মাতা-পিতার জন্য খরচ করতে তুমি কখনোই কৃপণতা করবে না। এটি অবশ্যই স্ববিরোধী কাজ। কারণ, তোমার সন্তানও তোমার সাথে তাই করবে তুমি যা করে থাক।
২২. বেশি বেশি করে মাতা-পিতাকে দেখতে যাবে, তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের হাদিয়া নিয়ে যাবে। আর তারা ছোট বেলায় তোমাকে যে, লালন-পালন করছে, তার জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। তুমি তোমার সন্তানদের সাথে তোমার বিষয়টি তুলনা করে দেখবে।
২৪. সর্বাধিক সম্মানের হকদার তোমার মা তারপর তোমার পিতা। আর মনে রাখবে মাতা-পিতার পায়ের তলে সন্তানের বেহেস্ত।
২৫. মাতা-পিতার নাফরমানি করা হতে বিরত থাকবে। অন্যথায় দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে। আর তোমার শিশুরা সে রকম আচরণ করবে, যেমনটি তুমি তাদের সাথে করেছিলে।
২৬. যখন মাতা-পিতা হতে কোন কিছু চাইবে, তখন নরম ভাবে চাইবে। যখন তোমাকে দিবে তখন তুমি তাদের শুকরিয়া আদায় করবে, আর যখন নিষেধ করবে, তখন তুমি ক্ষমা চাইবে। তাদের নিকট কোন কিছু পাওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি করবে না।
২৭. যখন তুমি কামাই-রুজি করতে সক্ষম হবে, তখন তুমি তাই করবে এবং মাতা-পিতার সাহায্য করবে।
২৮. মনে রাখবে তোমার উপর তোমার মাতা-পিতার অধিকার রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে। সুতরাং, প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা আদায় করবে। উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখবে এবং উভয়ের জন্য গোপনে হাদিয়া পাঠাবে।

২৯. যখন তোমার মাতা -পিতার তোমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে , তখন তোমাকে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। তুমি তোমার স্ত্রীকে বোঝাবে যে , যদি সত্য তাদের সাথে হয় , তবে তুমি তাদের পক্ষের লোক এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে তুমি বাধ্য।

৩০. বিবাহের ব্যাপারে মাতা -পিতার সাথে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় , তখন তোমরা শরীয়তের বিধানকে বিচারক মানবে। কারণ , তোমাদের জন্য উত্তম সহযোগী।

৩১. মাতা -পিতার দোয়া ও বদদোয়া উভয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তুমি তাদের বদদোয়া বা অভিশাপ হতে বেচে থাকবে।

৩২. মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর , মানুষকে গালি দেবে না , কারণ, যে মানুষকে গালি দেয় মানুষও তাকে গালি দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

« من الكبـائر شـتم الرجل والديه ، يسب أبا الرجل فيسب أبـاه ويسب أمه فيسب أمه » .

৩৩. তাদের জীবদ্দশায় তাদের বেশি বেশি দেখতে যাবে। আর তাদের মৃত্যুর পর তাদের পক্ষ হতে তাদের নামে দান -খয়রাত কর। তাদের জন্য এ বলে বেশি বেশি দোয়া করবে -
[رب اغفر لي ولوالدي] হে প্রভূ তুমি আমাকে এবং আমার মাতা - পিতাকে ক্ষমা কর। [رب ارحمهما كما ربياني صغيرا] . হে প্রভু তুমি আমার মাতা -পিতার প্রতি অনুরুপ দয়া কর , যেমনটি তারা আমাকে ছোট বেলা লালন-পালন করেছিল।